দৈনিক সংবাদ

183

তারিখ ... MAR. 13 2000 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সবিনয় দুটো অনুরোধ

Public Examination শুরু হওয়ার সাথে সাথে চারদিকে নকলের মহা-উৎসব চোখে পড়ে। সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যায়, বিপুল উৎসাহের সাথে, নকল করার দৃশ্য ও শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেটসহ পরীক্ষায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টের নাজেহালের খবর। দেখেশুনে মনে হয়, কারো যেন কিছু করার নেই। কিন্তু আমার : ধারণা আন্তরিকতা থাকলে এ সমস্যার সমাধান করা আদৌ কঠিন নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুটো জিনিসের ওপর নজর দিতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষার্থী send up পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি-না অর্থাৎ Test পরীক্ষায় কোন অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী Final পরীক্ষা দিচ্ছে কি-না। যদি এরূপ ঘটে তবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তিস্বরূপ চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তথাকথিত নকলবাজ ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ফলে নকল বহুলাংশে কমবে। এ কাজটি তদারকির জন্য স্বনামধন্য কলেজের সৎ শিক্ষকদের সমন্বয়ে Vigilance Committee গঠন করা যেতে পারে। এক জেলার কমিটি অন্য জেলার দায়িত্বে থাকবে। তাদের কাজ হবে Test Exam' এর খাতার নম্বরের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত নম্বরের মিল বা গরমিল খুঁজে বের করা।

দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র এমন করে করতে হবে যার নমুনা পূর্বে ঘোষণা করা যাবে না। বড় জোর Test Exam'-এর এক মাস আগে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Circulation- এর মাধ্যমে খসড়া ধারণা দিতে পারে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা Guide বা Note বই থেকে পাওয়া উত্তর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবে এবং নকল অনেক কমে যাবে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমরা প্রায়শই বলি